টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Regd. No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

(দাদাঠাকুর)

শারদীয়া জঙ্গিপুর সংবাদ

অন্যান্য বছরের মত এবারেও মহালয়ার পূর্বে 'শারদীয়া জঙ্গিপুর সংবাদ' আত্মপ্রকাশ করছে। গত বারের তুলনায় এবার 'শারদীয়া জঙ্গিপুর সংবাদ' বৃহৎ কলেবরে প্রকাশিত হচ্ছে।

মূল্য ঃ এক টাকা

পত্রিকার যাঁরা বাৎসরিক গ্রাহক তাঁরা পঞ্চাশ পয়সা অগ্রিম পাঠালে ঘরে বসে 'শারদীয়া জঙ্গিপুর সংবাদ' পাবেন। আজই এম, ও যোগে পঞ্চাশ পয়সা পাঠান।

—কর্ম্মাধ্যক্ষ, জঙ্গিপুর সংবাদ

৫৯শ বর্ষ
১৯শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৩রা আশ্বিন, বুধবার, ১৩৭৯ সাল।
২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭২

নগদ মূল্য ঃ ১০ পয়সা
বার্ষিক ৪৲, সডাক ৫৲

ব্যারেজ টাউনে বাস না যাওয়ার কারণ কি ?

আমরা খবর পাচ্ছি যে ফরাক্কা ব্যারেজ টাউনের ভেতরে কোন বাস প্রবেশ না করায় টাঙ্গাওয়ালা, রিক্সাওয়ালারা অতিরিক্ত কিছু পয়সা কামাবার সুযোগ পাচ্ছে। তাছাড়া বাসগুলো ৩৪নং জাতীয় সড়কের উপর দাঁড়িয়ে থাকার ফলে যাত্রীসাধারণকে বেশ কিছুটা পথ হেঁটে টাউনে যেতে হচ্ছে। ফলে দুর্ভোগ, সময়ের অপচয় এবং মাত্রাতিরিক্ত অর্থব্যয় হচ্ছে।

যাত্রীসাধারণের দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে আমরা আর, টি, এ কর্ত্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে আবেদন জানাচ্ছি।

॥ পুলিশ প্রহৃত ॥

সাগরদীঘি, ১৮ই সেপ্টেম্বর—গতকাল রাত্রে সন্তোষপুরে একদল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য লাঠিচার্জ করতে গিয়ে এই থানার কনেষ্টবল শ্রীগঙ্গা ঘোষ জনতার হাতে প্রহৃত হন।

প্রকাশ, জনৈক কচু চোরকে জনতা হাতেনাতে ধরে ফেলে এবং প্রহার করতে থাকে। কনষ্টেবল শ্রীঘোষ খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে যান। প্রহারের ফলে চোরটির মৃত্যু হতে পারে এই আশংকায় তিনি তাকে মারতে নিষেধ করেন। কিন্তু উত্তেজিত জনতা তাঁর কথায় কর্ণপাত না করলে তিনি বেপরোয়া লাঠিচার্জ শুরু করেন। জনতা তখন তাঁর হাতের লাঠি কেড়ে নিয়ে শ্রীঘোষকে প্রহার করে। চোরটিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং শ্রীঘোষের বিরুদ্ধে জনতার উপর লাঠিচালনার অভিযোগে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এই ঘটনায় একজন মহিলাসহ কয়েকজন অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন।

মিসায় ৮ জন গ্রেপ্তার

জিয়াগঞ্জ, ১৩ই সেপ্টেম্বর—সি, আর, পি বাহিনীর সহায়তায় জিয়াগঞ্জ পুলিশ গত পরশু গভীর রাত্রে বেগমগঞ্জের একটি যাত্রানুষ্ঠানে হানা দিয়ে ষষ্ঠীচরণ দাস, গাজল মণ্ডল, কার্ত্তিক পালকে এবং ভট্টপাড়ার ৫ জন যুবককে হিংসাত্মক কার্য্যকলাপের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে আভ্যন্তরীণ নিবারক আইনে আটক করেছেন। বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পারা গিয়েছে যে ২৭ জনের নাম মিসায় তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং ধৃত ৮ জন ছাড়া আরও ১৯ জনের খোঁজ চলছে।

সরস্বতী লাইব্রেরীর ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ থাকুক

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় জঙ্গিপুর সরস্বতী লাইব্রেরীতে আসন্ন দুর্গা পূজার ব্যাপারে আলোচনার জন্য সভ্যদের মধ্যে এক সভা আহ্বান করা হয়। সভা শেষে গৃহীত রেজিলিউসনে সভ্যদের স্বাক্ষর হয়ে গেলে হঠাৎ স্থানীয় কয়েকজন যুবক সভা কক্ষে প্রবেশ করে সভাপতির হাত হতে জোরপূর্ব্বক রেজিলিউসন বই কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে এবং দাবী করে পূর্ব্ব বছর যে ভাবে পূজা করেছে সেই ভাবেই পূজা করবে ইত্যাদি। এই নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে কিছুক্ষণ বাক্‌বিতণ্ডা চলে এবং সভা পণ্ড হয়।

লাইব্রেরী কর্ত্তৃপক্ষ লাইব্রেরী ও পরিচালকমণ্ডলীর নিরাপত্তার জন্য থানা কর্ত্তৃপক্ষ ও মহকুমা-শাসকের এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

আমাদের অনুরোধ, দলাদলির মধ্যে পড়ে সরস্বতী লাইব্রেরীর সাতাশ বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত দুর্গা পূজা যেন বন্ধ না হয় বা লাইব্রেরীর অমূল্য পুঁথি-পত্রের কোনরূপ ক্ষতিসাধন না হয়। এ ব্যাপারে আমরা উভয় পারের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সর্ব্বেভো দেবেভো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা আশ্বিন বুধবার সন ১৩৭৯ সাল.

॥ ট্যানটালাসের পাত্র ॥

পদার্থবিদ্যায় সাইফনের ক্রিয়াকলাপ দেখাইবার জন্য বিশেষভাবে আটকান একটি কাঁচলবিশিষ্ট কাচের পাত্রে জল ঢালা হয়। পাত্রটি একটু বাঁকাইলেই সমস্ত জল অতি দ্রুত নল দিয়া বাহির হইয়া যায়। গল্পে শুনা যায়, তৃষ্ণার্ত ট্যানটালাসকে এইরূপ ব্যবস্থা সম্বলিত জলপূর্ণ পাত্র দেওয়া হইত। পাত্রে মুখ লাগাইয়া জল পানের উদ্যোগ করিতেই সমস্ত জল বাহির হইয়া যাইত। ফলে জল পান করা হইয়া উঠিত না।

পশ্চিমবঙ্গবাসীরা এখন ট্যানটালাসের দশা পাইয়াছেন। কিন্তু একটু ইতরবিশেষ আছে। অর্থাৎ ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল, সমৃদ্ধির পথানুসন্ধান প্রভৃতি দুয়ারে আসিয়া নাগালের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে।

দর বাড়িয়াছে অতি আবশ্যক ভোগ্য পণ্যের—চাল, ডাল, তেল, চিনি প্রভৃতির যাহা না হইলে দৈনন্দিন জীবনযাপন সম্ভব নয়। দরের ক্রম-ঊর্দ্ধগতিতে টনক নড়িল কর্ণধারদের এবং তাঁহাদের মদতদারদের। অমনি রাজ্যের সর্বত্র শাসক দলের শাখাগুলি আন্দোলনের পথ ধরিলেন। অভিযান শুরু হইল মজুতদার, কালোবাজারী ও মুনাফা-শিকারীদের বিরুদ্ধে। আন্দোলনের হুমকী দেখাইলেন অশাসক দলেরাও। ব্যবসায়ীদের গ্রেফতার হওয়ার সংবাদ কাগজে কাগজে বাহির হইতেছে। সরকার তেল ডাল প্রভৃতির দর বাঁধিয়া দিলেন। আরও ফরমান জারি করিলেন যে, দোকানদারদের প্রতিদিন মজুত মালের তালিকা রাখিতে হইবে। এই সব কর্মতৎপরতার ফলশ্রুতি স্বরূপ দর যাহা কমিয়াছে, তাহাতে জনগণ কতটুকু উপকৃত হইলেন? পুলিশ-রেশনে যে দরে বিভিন্ন জিনিস দেওয়া হয়, রাজ্যবাসী সেই দরে জিনিস পাইবার কল্পনা করিলে মূর্খের স্বর্গে বাস করিতে হইবে। রাজ্য সরকার জানেন কি যে, পুলিশ-কর্মচারীকে প্রদত্ত এই সুবিধা কোন্ দধীচিদের অস্থি-মজ্জা-মাংস বিলাইয়া ইহা সম্ভব হইতেছে? আর দর কমানর ব্যাপারটিতে কতজন মতলববাজ ব্যবসায়ী মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছে? কিংবা মুনাফাশিকারীদের গায়ে কী আঁচড় লাগিয়াছে? সুতরাং রাজ্যবাসী ভবিষ্যতের যে রঙীন দিনের আশায় ছিলেন, তাহা 'স্বপ্নো নু মায়া নু'।

তৃষ্ণার জল। এই তৃষ্ণা রাজ্যের মাটির বুকের। এই জলের ব্যবহার নানা দৈন্য থাকায় রাজ্যব্যাপী চাষাবাদ নাজেহাল হইয়াছে। কৃষি-উন্নয়নের জন্য নানা প্রচার-প্রতিশ্রুতি চাষীসাধারণের মনে স্বস্তি আনিয়া দিতে পারে নাই কোন দিনই। কৃষিঋণ যাহা দেওয়া হয়, তাহার বিলি ব্যবস্থা সম্বন্ধে এমন কিছু ব্যবস্থা থাকে, যাহার ফল নেপোরা পাইয়া থাকে, যাহার জন্য ধন, সে ধন তাহার নয়।

এইবার রাজ্যের সমৃদ্ধি প্রসঙ্গে বলা হইতেছে। রাজ্যের বৈষয়িক দুর্গতি দিনের দিন বাড়িয়া চলিতেছে। কেন্দ্র এই রাজ্যের ব্যাপারে উদাসীন। রাজ্যের মুমূর্ষু শিল্পগুলি চালু করিতে এবং নূতন নূতন শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারিলে তবেই বৈষয়িক উন্নয়ন সম্ভব, সম্ভব বেকারসমস্যার আংশিক সমাধানও। কলিকাতা-হলদিয়া-ফরাক্কা সংবাদ লিখিয়া লিখিয়া কলম ভোঁতা হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও রহস্য আবিষ্কৃত হইতেছে। খবরে প্রকাশ, দুর্গাপুরে বয়লার সংক্রান্ত কারখানা স্থাপনের মঞ্জুর লাইসেন্স পশ্চিমবঙ্গ পাইয়াও পাইল না। তাহা পাড়ি দিল মহীশূরে। অথচ ইহার উপর ভিত্তি করিয়া রাজ্যসরকার কিছু কিছু কাজে হাত দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পথে ছেদ পড়িল কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের ফলে। রুশ সহযোগিতায় হালকা ট্রাক তৈয়ারীর কারখানা পশ্চিমবঙ্গে স্থাপনের প্রস্তাব বাতিল হইয়া চলিয়া গিয়াছে প্রধান মন্ত্রীর রাজ্যে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নানা সদিচ্ছার কথা এই রাজ্যবাসী বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছেন। যখনই কাজের সময় আসে, তখন তাহার বাস্তব রূপায়ণ ভিন্নতর হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং বৈষয়িক উন্নয়ন এই রাজ্যের দারিদ্র্য মোচন করিবে—ইহা পরকলার ভিতর দিয়া না দেখিয়া খালি চোখে দেখিলে কিছুরই সন্ধান মিলিবে না।

এইভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা হইতেছে। দারিদ্র্যে, বেকারত্বে, অশান্তিতে ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া যে রাজ্য মরিতেছে, তাহার উজ্জীবনের জন্য যে পথ অবলম্বিত হইতেছে, তাহা ঐ ট্যানটালাসের পাত্র ছাড়া আর কিছু নয়।

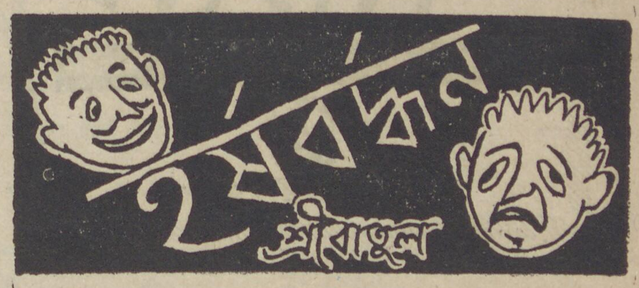

'দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণ কি?'—প্রশ্ন

—খরায় মরা রাজ্যপরিক্রমা

* * *

চাষাবাদ কেমন হল বলতে খুড়োর উক্তি :

চাষা বাদ হল। চোখ যাদের থাকার কথা, তারা কাণা হয়ে রইল এবারের খরায়। কৃষিঋণ অভাবী চাষায় পায় কি? তাই চাষা বাদ।

* *

কৃষ্ণনগরের সংবাদ : এখানকার মাছের বাজারে শতকরা ৩০ টাকায় ব্যাঙ বিক্রি হচ্ছে।

—মধু অভাবে যেমন গুড়! এ কালের মা-লক্ষ্মীরা বাবা নারায়ণকে মাছভাজার বদলে ব্যাঙ-ভাজা খাইয়ে তৃপ্ত করতে চান না ব্যাঙদের আন্তর্জাতিকতা বোধ জাগিয়া উঠিয়াছে?

* * *

উল্লেখিত বাজারের বিক্রেয় ব্যাঙ ১০টিতে ১ কিলো। অর্থাৎ ৩ টাকা কেজি।

—প্রোটিন (জৈব এত সস্তা!

* * *

খবরে প্রকাশ : কলিকাতায় মজুত মালের এবং তার দামের তালিকা না টাঙানোতে ১২-৯-৭২ তারিখ কিছু খাদ্য ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়।

—মজুতদারদের ইমারতের ক'খানা ইট খসেছে তাতে?

* * *

দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে অতি সম্প্রতি স্থানীয় একটি শাসকপক্ষীয় দলের একটি মিছিলের 'পুকার' : মজুতদারী, কালোবাজারী চলবে না—চলবে না * * * সরকারের বিরোধিতা করলে পরে ধোলাই দেওয়া হবে।

এই ত সমাজতান্ত্রিক বুলি!

॥ সেদিনের ফুটবল ॥

—হরিলাল দাস

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রঘুনাথগঞ্জের বি. এইচ. এস. ক্লাব—ব্রাইট হারকিউলিস স্পোর্টিং ক্লাব মহকুমা ফুটবলের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। সেদিনের সেরা খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিলেন বিজলী মিত্র, বিনয় মিত্র প্রমুখ। ইতিহাসের এই ভগ্নাংশে সব কথার উল্লেখ সম্ভব নয়।

আজকে এ ডিভিশনের খেলোয়াড় বিমান লাহিড়ী রঘুনাথগঞ্জ স্কুলের ছাত্র ছিল এবং তার সম্ভাবনাময় খেলা আমাদের মুগ্ধ করেছিল। অবশ্য সে রঘুনাথগঞ্জের ছেলে নয়।

বর্তমানে এয়ার ফোর্সের প্রতিষ্ঠিত অফিসার আশুতোষ দাস (হাবুদা) নিজে ভালই খেলতেন। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা খেলাধুলার প্রতি তাঁর উৎসাহ ও আগ্রহ। ফুটবল ও ভলির মাঠে তিনি বকুনি দিয়ে খেলা শেখাতেন কনিষ্ঠদের।

প্রফুল্ল বানার্জীকে এখনও দেখা যায় কখন সখন অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী খেলায় গেম রেফার করতে। তিনি দীর্ঘদিন খেলতে নেমেছেন। এমন কি তাঁর ছেলে বিনয়ের সঙ্গেও খেলেছেন। বিনয়ের একটু পায়ের দোষ থাকলেও ভাল ব্যাক খেলত।

গোলে ভাল খেলতেন দেবীরতন নাথ। মনে রাখবার মত খেলা দেখেছি তাঁর গোরাবাজার ম্যাহাম্যাডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে।

অমিয়ময় রায়চৌধুরী, মধু সরকার, পরমেশ পাণ্ডে, কুমুদ দাস, ভূপাল বড়াল, দ্বিজ সরকার, আখতার আলি, দেববিকাশ সরকার, কমলকান্তি সাহা, নিমাই সরকার ও তার ভাই হরি সরকার, জয়রাম দাস—না শুধু নাম নয়; ক্রীড়া চঞ্চল মাঠগুলিও চোখের সামনে আজ ভেসে উঠছে।

আরও অনেকের নাম ও অনেক ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। এখনও যারা একেবারে খেলার মাঠ ছেড়ে দেয় নি তাদের কথা লেখা হবে ভবিষ্যতে।

এবারে শিক্ষক-দিবসে প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় যাদের দেখলাম তারা সবাই এখন প্রাক্তনের দলে। অথচ এই সেদিনও যেন তারাই ছিল সর্বকনিষ্ঠ দল। বোধ হয় শেষ দল। তার পর থেকে এই মহকুমার ক্রমক্ষীয়মান খেলাধুলার পাট যেন একেবারেই চুকে গেছে। এমন কি আন্তঃবিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতাও চালু রাখা সম্ভব হয় নি; যদিও স্কুল ও ছাত্রসংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান।

বাড়ে নি বরং মরেছে খেলাধুলা এই মহকুমাতেই বা কেন? ভারত সারা বিশ্বে তার খেলাধুলার কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারছে না। অলিম্পিক হকিতে এবারেও হেরে গিয়ে শেষ গৌরবটুকুও বিলুপ্ত হল।

এই রচনায় সামগ্রিক ইতিহাস তুলে ধরতে নয়, চেয়েছি ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে। আমরা কি শুধু অতীত রোমন্থন করব? না, খেলাধুলার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে নূতন ইতিহাস সৃষ্টির চেষ্টা করব? কোন্‌টা আমাদের প্রয়োজন?

প্রাথমিক বিদ্যালয় বয়কট

বাহাগলপুর, ১৯শে সেপ্টেম্বর—সুতি ২নং ব্লকের অন্তর্গত বাহাগলপুর গ্রামের উত্তরপাড়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহঃ এ, কে, সওকাত আলীর অসামাজিক কার্য্যকলাপ এবং বিদ্যালয়ের কার্য্যে অবহেলার প্রতিবাদে গ্রামের কিছু শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় ও গ্রামবাসীরা অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী প্রেরণ বন্ধ রেখেছেন। তাঁদের দাবী অবিলম্বে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। গ্রামবাসীরা আবেদন-পত্র শিক্ষা মন্ত্রী, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শকের নিকট পাঠান।

শারদীয়া জঙ্গিপুর সংবাদ

প্রথিতযশা সাংবাদিক **বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়**-এর নূতন স্বাদের রচনা **"আমার প্রথম সমুদ্র দর্শন"**

* * *

শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব সাহিত্যিক ডঃ **হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়**-এর ইতিহাস-ভিত্তিক রচনা **"রায়মুকুট"**

* * *

বিভিন্নমুখী জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করেছেন—

বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক **নারায়ণ চৌধুরী**

এবং

খ্যাতিমান সাংবাদিক **প্রভাতকুমার গোস্বামী**

* * *

ডঃ **অমলেন্দু মিত্র**—শিব-শক্তি সাধনার পীঠভূমি বীরভূমের একটি দেবীপীঠের আলোচনা।

* * *

জঙ্গিপুরের বিস্মৃত অতীতের ঘটনাপুঞ্জ যা আজ ধূসর তাই নিয়ে **ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়** লিখেছেন **"অস্তি ভাগীরথী তীরে।"**

ডাকাতি

৫ জন গ্রেপ্তার

সাগরদীঘি, ১৬ই সেপ্টেম্বর—গত ৯ই সেপ্টেম্বর রাত্রে এই থানার মনিগ্রাম রেল কোয়ার্টারে কেবিনম্যান শ্রীমণীন্দ্রলাল বড়ুয়ার বাসায় একদল দুর্বৃত্ত হানা দিয়ে তিনটি ঘড়ি, পাঁচ মণ চাল, দুইটি সোনার হার, কাপড়চোপড়, বাসনপত্র (আনুমানিক মূল্য ৩৫০০ টাকা) এবং নগদ ৫০০ টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। ব্যাপক তদন্ত চালিয়ে পুলিশ পাঁচজন দুর্বৃত্তকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হন। তার মধ্যে তিনজনকে গৃহকর্ত্রী সনাক্ত করেন।

সাগরদীঘি, ১৭ই সেপ্টেম্বর—গতকাল রাত্রে এখানে শ্রীশচী বৈরাগীর বাড়ীতে একদল দুর্বৃত্ত ছোরা, টাঙ্গি প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চড়াও হয় এবং নগদে ও জিনিষপত্রে প্রায় হাজারখানেক টাকা নিয়ে গা-ঢাকা দেয়।

রাক্ষুসী পদ্মার কবলে কবলিত জনপদ

জঙ্গিপুর, ১৭ই সেপ্টেম্বর—কুতুবপুর ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি আজ সর্ব্বনাশী পদ্মার ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নশীপুর, হবিপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। তন্মধ্যে কুতুবপুরের অবস্থা বিশেষভাবে শোচনীয়। ঐ অঞ্চলের লোকদের ধারণা—যদি এবার বর্ষা হতো তাহলে আশে-পাশের গ্রামগুলি এমন কি লালগোলা যাওয়ার পথ পর্য্যন্ত পদ্মাগর্ভে বিলীন হয়ে যেতো।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর স্থানীয় যুব-কংগ্রেস ও ছাত্র-পরিষদের ডাকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে এক মিছিল সারা শহর পরিক্রমা করে।

ঐ দিন স্থানীয় মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির ডাকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে অপর একটি মিছিল শহর পরিক্রমা করে।

বিচিত্রানুষ্ঠান

জিয়াগঞ্জ, ১৩ই সেপ্টেম্বর—গত রবিবার রাত্রে স্থানীয় শ্রীপৎসিং কলেজে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন বিশিষ্ট বেতার শিল্পী শ্রীশৈলেন মুখোপাধ্যায়।

অনাহারে একজনের মৃত্যু

সাগরদীঘি, ১৫ই সেপ্টেম্বর—গত ৮ই সেপ্টেম্বর এই থানার হলদী গ্রামের লালটু (৪) নামে জনৈক শিশু তিন দিন অনাহারে থাকার ফলে শোচনীয়ভাবে মারা গিয়েছে। তার বাবা গ্রাম-অধ্যক্ষ শ্রীবিনয়কুমার ঘোষের কাছে খয়রাতি সাহায্যের জন্য বারংবার আবেদন করেও ব্যর্থ হয়েছেন বলে আমাদের কাছে অভিযোগ করেন।

প্রহারের চোটে মৃত্যু

সাগরদীঘি, ১৬ই সেপ্টেম্বর—গতকাল এই থানার হরিণডাঙ্গা গ্রামের জনৈক সাঁওতালের বাড়ীতে একজন চোর চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে যায়। পরে গ্রামবাসীদের প্রহারের চোটে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু ঘটে।

আত্মহত্যা

সাগরদীঘি, ১৬ই সেপ্টেম্বর—গতকাল রাত্রে এই থানার নওপাড়া গ্রামে শ্রীমতী যূথিকা ঘোষ (১৮) নামে জনৈকা বিবাহিতা মহিলা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। পারিবারিক কলহই নাকি শ্রীমতী ঘোষের আত্মহত্যার কারণ।

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া ও ধাক্কায় ঘরে ঘরে ঝুলও ভরবে না। জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

খোকার জন্মের পর...

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের মধ্যে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

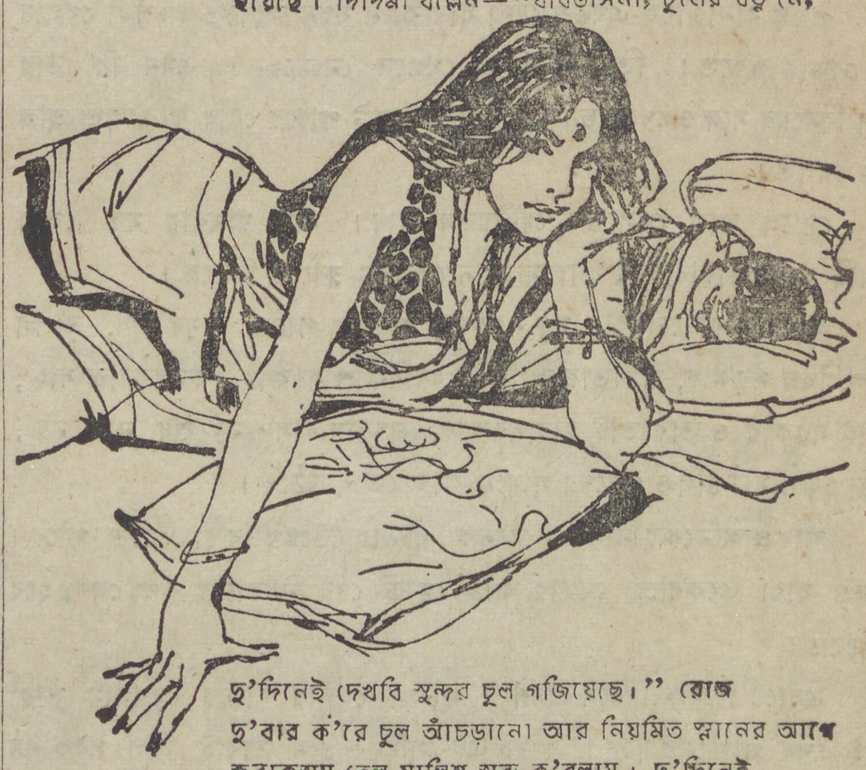

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।